R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথ ম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৭।
৯ই জুন ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

প্রশাসনিক তৎপরতায় ফরাক্কা এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এখন নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩ জুন সকালের দিকে ফরাক্কা এন.টি.পি.সি. মোড়ে সংখ্যালঘুরা বেশ কিছু বোমা ফাটায় ও যাতায়াতকারী মানুষকে লক্ষ্য করে ধারালো অস্ত্র দেখায়। লোকাল পুলিশকে তখনও নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। ঐ দিন দুপুরের দিকে এন.টি.পি.সি. এলাকায় পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ও মাইকে মানুষকে অভয় দেয়। পরে বেশ কিছু হামলাকারীকে পুলিশ অস্ত্রশস্ত্র ও বোমাসহ আটক করে। স্থানীয় নেতাদের নিয়ে পুলিশ প্রশাসক ওখানে আলোচনা সভাও করেন। খবর, গত সপ্তাহে নয়নসুখের গোপাল মণ্ডলের ডেরায় মদ খেতে গিয়ে আলিনগর ও নিশ্চিন্তপুর এলাকার কিছু মুসলিম যুবক ঝামেলা বাধায়। এই গণ্ডগোলের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায় ওখানকার (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে কয়েকটি ওয়ার্ডে সিপিএমের জয়ের পেছনে

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের দখলে থাকা জঙ্গিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড এবার সিপিএমের দখলে চলে যায়। এর কারণ সম্পর্কে এলাকার কংগ্রেসীদের অভিযোগ – ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মহঃ মুশা নানা কারণে এবার প্রার্থী হতে না পারায় দলের সঙ্গে সরাসরি বিরোধীতা করেন। ঐ এলাকার দুঃস্থ মানুষদের বার্দ্ধক্য ভাতার ১৩০ খানা কার্ড তিনি সিপিএম প্রার্থী জহিদুর রহমানকে দিয়ে দেন। এবং কংগ্রেসের ব্যর্থতার কথা এলাকায় রটিয়ে সিপিএম প্রার্থীর হাত দিয়ে ১৩০টি পরিবারের মধ্যে বার্দ্ধক্যভাতার কার্ডগুলো বিলি করা হয়। এছাড়া রাজীব গান্ধী আবাসন যোজনার ১৬ হাজার টাকার আবেদনকারী প্রায় ৩০টি গৃহহীন পরিবারকে ভোটের সাতদিন আগে তাদের আবেদনপত্রসহ যাবতীয় কাগজ ফেরত দিয়ে দেন মহঃ মুশা এবং সিপিএম প্রার্থী জহিদুর রহমানের সঙ্গে আবেদনকারীদের যোগাযোগ করতে বলেন। কংগ্রেসীদের আরও (শেষ পৃষ্ঠায়)

তৃণমূলের বিরোধিতায় ধুলিয়ানে বোর্ড পেল না কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভা কংগ্রেস দখল করতে না পারার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসী। বেশ কয়েকটি আসন যেমন ৩, ৭ ও ১৪ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীরা ফ্যাক্টর হয়ে কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজয় নিশ্চিত করে। যদিও ধুলিয়ানে ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে একটিও আসনে জিততে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। ধুলিয়ান টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কীর্তিবাস মণ্ডল আক্ষেপের সঙ্গে জানান, জোট হলে জঙ্গীপুর ও ধুলিয়ান পুরসভা পেত বিরোধীরা। সিপিএমকে সুবিধা করে দেওয়া গুটিকয় জোটবিরোধী কংগ্রেস নেতা দলের ও রাজ্যবাসীর শত্রু বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অধীর অনুগামী ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক ধুলিয়ান পৌরসভার নির্ব্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। জোট বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাকেও জনগণ আগামী বিধানসভা নির্ব্বাচনে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না।

প্রণববাবুর জঙ্গিপুর ভবন উঠে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী এলাকার মানুষের খোঁজ খবর বা দলের কর্মী এবং নেতাদের নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রয়োজনে রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটি বাড়ী নেন। নাম দেয়া হয় "জঙ্গিপুর ভবন'। গত সপ্তাহে পুরভোটের ফলাফলে কংগ্রেসীদের ব্যর্থতার খবর পাওয়ার পরই 'জঙ্গিপুর ভবন' এর যাবতীয় আসবাবপত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

সিপিএম – কংগ্রেসের বোমায় এলাকা উত্তপ্ত, থানা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মির্দ্ধাপাড়ায় ব্রীজের নীচের দোকানঘর তোলা নিয়ে সিপিএমের ইন্তেখাব আলমের সঙ্গে কংগ্রেসের কিরণ সেখসহ কয়েকজন টপের দোকানদারের বচসা হয়। এরপর মির্দ্ধাপাড়ায় উভয় দলের মধ্যে ৫ জুন বোমা নিক্ষেপ শুধু হয়। বোমায় কিরণ সেখের একটি হাত বিশেষভাবে জখম হয়। অন্যদিকে ইন্তেখাবের বাড়ীতে বোমা পড়ে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

হেড পোষ্ট অফিসে রেভিনিউ আকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে দীর্ঘ তিন মাস ধরে রেভিনিউ স্ট্যাম্পের আকাল চলছে। মানুষ জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন শাখা অফিসগুলোয় ঘুরে হয়রান হচ্ছেন। এ ব্যাপারে হেড পোষ্ট অফিস সূত্রে জানা যায় কলকাতার এস.জি. অফিস থেকে কমিশনে রেভিনিউ স্ট্যাম্প খরিদ করে। ইনডেন্ট দিয়ে দীর্ঘ দু'মাস অতিক্রান্ত হলেও এব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত বহরমপুর সুপারিনটেনডেন্ট অফিস থেকে রেভিনিউ স্ট্যাম্প নিয়ে এসে আপাতত পরিস্থিতি সামাল দেয়া হচ্ছে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গৌতম মনিয়া

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪১৭

পুর প্রতিনিধিদের অভিনন্দন

জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। বামফ্রন্ট পুরবোর্ড গঠন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বামফ্রন্ট ১৩টি আসন লাভ করিয়াছে; সেক্ষেত্রে কংগ্রেস পাইয়াছে ৩টি, এবং তৃণমূল কংগ্রেস ১টি আসন। পুরবোর্ড গঠনের পূর্বে নির্বাচিত সদস্যদের আশা-আকাঙ্খার ব্যাপারে নানা কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। জঙ্গিপুর পুরসভায় এইরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। সিপিএম এককভাবে ১৩টি আসন পাইয়াছে; বামফ্রন্টের অন্য শরিক পাইয়াছে ১টি। ২৩ টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে প্রার্থী দিয়া কংগ্রেস মাত্র ৩টি আসন লাভ করিয়াছে। কিছুটা দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলে হয়ত আরও একটু ফল ভাল হইত। সিপিএম ১৭টি ওয়ার্ডে নিজ দলীয় প্রার্থী দিয়া ১৭টিতে জয়ী হইয়াছে। এই নিরীখে সিপিএম এর কর্মকুশলতা লক্ষণীয়। নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে এই দল অপরাপর দলের তুলনায় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি দলের যে সব প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই দলের জন্য কর্মকুশলতার সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। তৃণমূল কংগ্রেস ১৮টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়া লাভ করিয়াছে মাত্র ১টি আসন। বিজেপি ১৪টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়াছিল। কিন্তু কোন প্রার্থী জয়ী হইতে পারেন নাই। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহর দুইটিতে বিজেপি দলের সজাগ দৃঢ় নেতৃত্বের বড় অভাব রহিয়াছে।

যাহা হউক, নির্বাচন শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই পুরবোর্ড গঠিত হইবে। জঙ্গিপুর পুরসভাধীন এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। রাস্তা, পয়ঃ প্রণালী, জল সরবরাহ, ফুলতলার মার্কেট কমপ্লেক্স, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির কাজ নবগঠিত পুরবোর্ড সম্পূর্ণ করিবেন এই আশা পোষণ করিয়া নবনির্বাচিত কাউন্সিলারদের আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিক্ষাবিস্তারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ

'বেসরকারীকরণ' নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যতই তর্কবিতর্ক থাকুক এই শহরে বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর জোয়ারে যখন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভ্রান্ত ঠিক তখনই এই উদ্যোগ সময়োচিত সন্দেহ নেই। কুশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কতটা বিপজ্জনক তা যে কোন শিক্ষিত মানুষ মাত্রই অবহিত আছেন। শুধু নিজের কথা না ভেবে, সরকার তথা প্রশাসনের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে নিরপেক্ষভাবে বেশী করে বেসরকারী উদ্যোগ নিতে পারলে এই শহরের মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও মজবুত সমাজ গড়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

আমাদের কৌতুকবোধ

সাধন দাস

লক্ষ্য করেছেন কি – আমাদের চারপাশে হাজার কলকাকলীর মধ্যেও কিছু অদ্ভুত প্রাণী আমরা দেখতে পাই – সুকুমার রায় যাদের নাম দিয়েছেন – 'রামগরুড়ের ছানা' কিম্বা 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'। এদের সংবিধানে নাকি হাসতে মানা। ওরা নাকি আঁতেল, পোষাকী নাম – 'ইনটেলেকচুয়্যাল' অর্থাৎ মগজ থেকে চোয়াল পর্যন্ত এসে এদের বুদ্ধি আটকে আছে। সর্বদা বাংলা পাঁচের মতো বিরস বদনে ওরা কেবল রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির কূটকৌশল নিয়ে ব্যস্ত ! কিছু বললেই চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলেন – 'হুম্‌ম্‌, আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।' যেন ধ্বংস হতে যাওয়া পৃথিবীর সমস্ত দায়ভার তার উপর বর্তেছে। ওরা বলে – হাসি নাকি ওদের ঠোঁটে মানায় না, পার্সোন্যালিটি নষ্ট হয়। দন্ত বিস্ফারিত হলেই পার্সোনালিটি ফুরুৎ করে উড়ে যায়। তাই দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট বন্ধ করে তাকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। হাসিমজার ব্যাপারে তারা এতই কৃপণ যে ওষ্ঠ প্রসারিত হয়ে দন্ত বিকশিত হবার ভয়ে ওরা ঠোঁটে অকারণ গাম্ভীর্যের সেফটিপিন গুঁজে রাখে। এদের অসুখের একটাই চিকিৎসা – সুকুমার রায়ের গোমড়া হেরিয়াম !

হায় ভগবান, ওরা জানে না – হাসা এবং হাসানোটাও একটা আর্ট। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন – হেসে নাও এ দুদিন বই তো নয় ! মানুষের বত্রিশ দন্ত কেবল মাংস চর্বনের জন্য নয় – মনের আনন্দ প্রকাশের জন্যও। আর এই নির্মল হাসির জন্য চাই বুদ্ধিদীপ্ত একটা তীক্ষ্ম মগজ – যার মধ্যে থাকবে সহজাত রসবোধ। বোকারাই হাসে – এ কথা ভুল। সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে সঠিক কথাটি বলে হাসতে এবং হাসাতে জানে বুদ্ধিমানেরাই। তবে এটাও ঠিক – কৌতুক হবে এমন নির্মল ও নির্দোষ যা কাউকে আঘাত দেবে না, কষ্ট দেবে না।

অসংগতি থেকে কৌতুকের জন্ম। কিন্তু অসংগতির মাত্রা বেড়ে গেলে কৌতুক দুঃখে পরিণত হয়। একটি অন্ধ যখন কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যায়, একটি বৃদ্ধা বাসের হ্যাণ্ডেল ফস্‌কে যখন রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে কিম্বা একটি উন্মাদ যখন অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে রাস্তার মাঝখানে নেচে ওঠে, তখন কিছু লোককে আমি হো হো করে হাসতে দেখেছি। সেটা কখনোই কৌতুক নয় – নিষ্ঠুরতা ! উপযুক্ত রসবোধ না থাকলে হাসাও যায় না, হাসানোও যায় না। তার সঙ্গে চাই মানুষের প্রতি ভালোবাসা !

কৌতুকপ্রিয় বলে বাঙালীর একদিন সুনাম ছিলো। আজ কি সত্যিই বাঙালী হাসতে ভুলে গেছে ? কৌতুক ছবি, কৌতুক সাহিত্য, কৌতুক পত্রিকা আজ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে যুগের দাদাঠাকুর, কিংবা শিবরাম চক্রবর্তী আজও আমাদের মলিন মুখে হাসি ফোটায়। কিন্তু আজ ? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ছাড়া এই অকালের বাজারে হাসির চাষ আর তেমন কেইবা করছেন !

আসলে মানুষের মনটাই আজ পাল্টে গেছে। ছড়ানো বৈঠকখানা আর নেই, নেই মজলিশী মেজাজ, ফ্ল্যাটবাড়ির একখানা ঘর, টিভি-ফ্রিজ-খাট আলমারিতে ঠাসাঠাসি – আড্ডার লোকজন বসবে কোথায় ? জায়গা নেই, নেই সময়ও। সকালে চায়ের চুমুক থেকে আরম্ভ করে রাত্রিতে ঘুমানো পর্যন্ত ঠাসা ছকে বাঁধা রুটিন – কৌতুকের অবকাশ কই ? প্রতিটি মুহূর্তে টেনশনে কম্পমান। তাছাড়া বর্তমান জীবনের নানান যন্ত্রণায় আমরা এমনই কাতর যে আমরা নিজের অজান্তেই কখন যেন হাসতে ভুলে গেছি। হাসির কথাতেও আজ আর হাসি পায় না। তখন কাতুকুতুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আজ হাসির সাহিত্য ও ছায়াছবিতে যেন কাতুকুতুরই প্রাধান্য। পাহাড়ী ঝর্ণার মতো হৃদয়ের (শেষ পাতায়)

ফাইট কোনি ফাইট

– প্রণবেন্দু বিশ্বাস

সাঁতার প্রতিযোগিতাটা বেশ জমে উঠেছে :
ভরাডুবি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই –
প্রাণ ভোমরার লালন পালন
আর শুদ্ধিকরণের ঢক্কা নিনাদ,
প্রশিক্ষক খিদদাও সাঁতার ভুলে গেছে।
মাটি খোঁজা চলেছে-গ্রাম থেকে শহর,
সবমাটিই মনে হচ্ছে চোরামাটি –
ছায়াকেও আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।
পাশে ঘুমাচ্ছে অরহ্যান পানুক-মায়াভস্কি
সামনে বিদেশী ছবি,
নন্দনের সান্ধ্য মর্জলিস
মোহরকুঞ্জে অবিন্যস্ত পানপাত্র
কফির তুফান – সিগারের আয়লা
স্তাবক বেষ্টিত প্রাত্যহিকী
জড়িয়েছে আষ্টে-পিষ্টে

ক্যানসারের কেমো চলছে :
নতুন কোন কোনি সাঁতার কেটে চলেছে
শরীর ব্যাপি মেদের প্রভাব
এগুতে সে আর পারছে না –
দমে হাত-পা আটকে যাচ্ছে
ঘিরে ধরছে জলজ প্রাণীর দল
অবসন্ন শরীর লড়াই চালাচ্ছে।
পরিবর্তন - ঝড় ভিত কাঁপাচ্ছে
ডুব সাঁতারেও কাজ হচ্ছে না –
অস্তিত্ব রক্ষার মাটি-পিট লড়াই
আভিজাত্যের শূন্য গ্যালারী থেকে
নবরূপী এক খিদদা
দুবাই বার্জের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
হুঙ্কার ছাড়ছে –
'ফাইট কোনি ফাইট'
'ফাইট কোনি ফাইট'
কোনি ডুবছে-ডুবছে-ডুবছে
এ অতল জলের আহ্বান।
– এমন তো কথা ছিল না .....

মনে পরে তাঁকে

– বাবলু ব্রহ্ম

মনে পরে – প্রদীপে তেল ভরার আগে সলতে পাকানোর কথা। মনে পরে বেঁটেখাটো, সাদামাটা চেহারার একজন মানুষের কথা। যিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন কমিউনিজম মন্ত্রে। যিনি মনে প্রাণে তাঁর আদর্শের উর্দ্ধে কোন কিছুকেই স্থান দিতেন না। যে কোন জটিল রাজনৈতিক সংকট কিংবা কঠিন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি যিনি থাকতেন সদা অচঞ্চল। সহজ ভঙ্গিমা ও সরল বিশ্লেষণে জটিল মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে কমরেডদের ব্যক্তিগত অসুবিধার কোন রূঢ় বাস্তব সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার চটজলদি সমাধানে যিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রঘুনাথগঞ্জে পর্টি প্রতিষ্ঠায় যাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অবর্ণনীয়। মনে পরে সেই হরনাথ চন্দ্রকে।

১৯৫৬-৬৬ সালের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলা বি.পি.এস.এফ (আজকের এস.এফ.আই.) এর সম্পাদকের সাথে আলাপ চলন্ত ট্রেনে। আলাপ থেকে হৃদ্যতা, ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক আদর্শের জন্ম ও মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ। আলোচনা শুরু হোল জঙ্গীপুর কলেজে বি.পি.এফ.এস. এর ইউনিট গঠনের। তার আগে জমি তৈরীর কাজ – ভিয়েতনাম দিবস, যুব উৎসব ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে এবং আলোচনা চক্রে হরনাথ চন্দ্র। সি.পি.এম এর ছাত্র ফ্রন্টের ইউনিট গঠন – বড় কঠিন কাজ ছিল সেদিন, কারণ প্রতিক্রিয়ামীল সি.পি.এম. তখন দেশের চরম শত্রু। চীন ঘেঁষা পার্টি। তবু ইউনিট তৈরী হল। বহরমপুরে জেলা পার্টি অফিসের ছোট্ট ঘরটিতে এ খবরে উচ্ছ্বসিত হরনাথ চন্দ্র। অবশ্য এ আনন্দের রেশ বেশীদিন স্থায়ী হোল না, দেড় মাসের মধ্যে ইউনিট ভেঙ্গে গেল। যারা এসেছিল তাদের বেশীরভাগ যোগ দিল বিরোধী শিবিরে। আঘাত খেল আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস। ভাঙা মনের দরজায় ধাক্কা দিল হতাশা। মনে পরে সেদিন হরনাথদা মাও-সে-তুং এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন – 'লড়ো হেরে যাও, আবার লড়ো আবার হেরে যাও, এবারে লড়ো আরা হেরে যাও, আবার লড়ো আবার হেরে যাও, এবারে জয়ের জন্য লড়াই করো।' সত্যিই তাই। কিছুদিনের নিরলস চেষ্টায় আবার গড়ে উঠলো জঙ্গীপুর কলেজ ইউনিট। গড়ে উঠলো পার্টির রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটি। মনে পরে পার্থদার (পার্থ সারথি নাথ) নীচের ঘরে পুরণ করা সভ্য ফরম গোছানোর সময় হরনাথ-দার মুখে লেগে ছিল এক পরম তৃপ্তির হাসি। যেন বহু দিনের কোন অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণতা পেল। জীবনের প্রথম দিকে শিক্ষকতা করার সুবাদে তিনি ছিলেন রঘুনাথগঞ্জে। তখন থেকেই বাসনা ছিল পার্টি গড়ার। সম্ভব হয়নি নানা প্রতিকূলতার জন্য। তাই সে দিনের আনন্দ তার কাছে ছিল এক সুখানুভূতির ব্যাপার। চলে গেল হরনাথ চন্দ্র – যিনি শুধু বক্তৃতা নয়, তাঁর জীবনধারণ প্রণালীর মধ্যে কমরেডদের বোঝাতে পেরেছিলেন – অহমবোধ থাকলে একদিন এই অহম থেকেই জন্ম নেবে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, সাথে হঠকারিতা ও সংশোধনবাদ। যিনি সব থেকে জোর দিতেন দলীয় কর্মীদের আদর্শগত চেতনার মান উন্নয়নের দিকে। যিনি পেরেছিলেন আদর্শের সাথে, বিপ্লবের সাথে, শ্রেণীর সাথে ও দলের সাথে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিতে। তাই ব্যক্তি হরনাথ নয় পুরো পরিবারকে তিনি পার্টির সাথে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন পার্টির সুসময়ে নয় দুঃসময়ে।

[প্রকাশকাল ২৪ নভেম্বর ১৯৯০]

'নহি সামান্যা নারী'

সামাজিক পরিকাঠামোতে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। নারীরাই গড়ে তোলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নারী ও শিশুর চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষার সুযোগ, সামাজিক ন্যায় প্রদান ও মহিলাদের স্ব-নির্ভর করে গোড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৫৮৭ (৩০) তথ্য / মুর্শিঃ তাং-০১/৬/১০

জনবিস্ফোরণ ও ভ্রান্ত সংরক্ষণ নীতির ফলেই ভারতীয় উন্নয়ন একপেশে

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমানে সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় মুসলীমদের ১০% সংরক্ষণের দাবী গৃহীত হয়ে গেল পশ্চিমবাংলায়। এতে কি সত্যি সত্যিই মুসলীম সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর হবে ? প্রথমে অনুধাবন করি এদের দুর্দশার কারণ কি ? ইতিহাসের গভীরে গেলে দেখা যাবে মোগলরা ৭০০ বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। মোগল সাম্রাজ্যের পতন নব্য সভ্যতার ধারক ও বাহক ইংরেজের আবির্ভাব ও তাদের প্রভাব ২০০ বছর ভারতবর্ষে থাকে। এই সময়কালে মুসলীমরা 'সমাজের বাইরে থাকা' মানুষ হয়ে যায় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। পরে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় ও রেনেসাঁর সময় এঁদের কিছু অংশের জাগরণ ঘটে। বাকিরা দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাঙ্গার পরও 'ভারতীয় না হয়ে মুসলিম' হয়ে থেকে গেল রাষ্ট্র নায়কদের চোখে। তখন থেকেই এদের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেল ও মানসিক প্রসারতা নষ্ট হয়ে গেল। বহু বিবাহ ও বহু সন্তানের মাতা পিতার ধারণা গোষ্ঠীবাদের যুগে যা প্রযোজ্য ছিল তা আজও এদের মধ্যে বহাল থাকল। ৫, ৬,৭, ৮, ৯, ১০ সন্তানের জননী হওয়ায় দুঃখ কষ্টের সংসারে শিশুরা শিক্ষা পেল না অথচ আধুনিক পরিকাঠামোর ফলে শিশু মৃত্যুর হার কমে গেল। সংসারে অন্নসংস্থানের জন্য শিশু অবস্থা থেকে এরা খাটতে বাধ্য হল। এর ফলে সংসারে লাভ হল এই ধারণাটাই অর্থাৎ দারিদ্র নিবারণের পথ হিসাবে পরোক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করল এই জনজাতি।

পরিসংখ্যান দেখলেই তা বোঝা যাবে। সবই সাচার কমিটির রিপোর্ট থেকে নেওয়া। আদমসুমারী বা জনগণনা থেকে দেখা যায় ১৯৬১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিগত চল্লিশ বছরে ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যা বেড়েছে ১৩৫ শতাংশ। ওই সময়ে মুসলীম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বেড়েছে ১৯৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ বছরে প্রায় ১৩০ শতাংশ। মুসলীমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৯০ শতাংশ। সারা ভারতবর্ষে মুসলীম গড় জন্মহার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৭% পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬% । হিন্দুদের ক্ষেত্রে ভারতে গড় জন্মহার ৪.৩%, পশ্চিমবঙ্গে ৩.৭%। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী হিন্দুনারীদের নাসবন্দীর হার ৪৯% ভারতের, আর মুসলীম নারীদের নাসবন্দীর হার ৩৭%। রাজ্যের ৭০% হিন্দুদের ক্ষেত্রে, মুসলীমদের ক্ষেত্রে ৫৬%। অন্যান্য জনজাতির সঙ্গে মুসলীমদের তুলনামূলক আলোচনা করলে চিত্রটি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

		মুসলীম	তপশীলি জাতি/আদিবাসী
১। মাথাপিছু –	আয়	৫৫০ টাঃ	৪৬৮ টাঃ
২। দারিদ্রের হার গ্রামে –	ভারতে	৩৩%	৪১%
	পশ্চিমবঙ্গে	৩৬%	৩১%
৩। শহরে দারিদ্রের হার –	ভারতে	৪৫%	৪৬%
	পশ্চিমবঙ্গে	৪৫%	৪১%
৪। সাক্ষরতা –	ভারতে	৬০%	৫২.৭%
	পশ্চিমবঙ্গে	৫৮%	৫২.২%
৫। শিশু মৃত্যুর হার –	ভারতে	৮৩% (১০০০ জনে)	৭৩%
	পশ্চিমবঙ্গে	৭৭% (১০০০ জনে)	৬৭%

(শেষ)

জঙ্গিপুরে সিপিএমের জয়ের পেছনে (১ম পাতার পর)

অভিযোগ – জহিদুর রহমান ঐ সব আবেদনপত্র নেন ও ভোটের পর তাদের গৃহ নির্মাণের টাকা মঞ্জুরীর প্রতিশ্রুতি দেন। আরও জানা যায় – ১১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সেক্রেটারী আবু তাহের এবারের কং প্রার্থী চাঁদ মির্জাকে এইসব খবর দিলেও তিনি কোন গুরুত্ব দেননি। এই সব কারণে কংগ্রেসের এতদিনের আসন ৩৭ ভোটে হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে ৪ ভোটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক হোসেন। তাঁর বরজ এলাকার বাড়ী 'গুলজার মঞ্জিল' এ সাগরদীঘি এলাকার এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর ধরে ভাড়া থাকেন। 'চীনা ডাক্তার' নামে এলাকায় পরিচিত। ডাক্তারবাবু তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেশের বাড়ী যান ভোটের কয়েকদিন আগে। মুস্তাক হোসেন ভোটের আগের দিন সবাইকে নিয়ে ফেরার জন্য ডাক্তারের হাতে নাকি জোর করে কিছু টাকা ভাড়া বাবদ দিয়ে দেন। কিন্তু 'চীনা ডাক্তার' পরিবারসহ ভোটের দিন অনুপস্থিত থাকেন। ভোটের ফলাফলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুস্তাক হোসেন হেরে যান। সিপিএম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী আব্দুল গাফ্ফার পান ৯৯০। কংগ্রেসের মুস্তাক হোসেন পান ৯৮৬। এই পরিস্থিতিতে চীনা ডাক্তার এখনও নাকি তাঁর কর্মস্থলে ফেরেননি বলে খবর। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার কাশীনাথ মণ্ডল। ওয়ার্ডটি মহিলা হয়ে যাওয়ায় ওখানে তার ভাইঝি সুবর্ণা মণ্ডলকে সিপিএমের প্রার্থী করেন। অন্যদিকে ঐ ওয়ার্ডের পূর্বতন কাউন্সিলার সিপিএম দল থেকে সদ্য বহিষ্কৃত অচিন্ত্য সরকার ও তার অনুগামীরা এবার কংগ্রেস প্রার্থী পারভিন বিবির পক্ষে প্রচারে নামেন এবং ১৬০ ভোটে কংগ্রেসকে ওখান থেকে জয়ী করেন। ঐ ওয়ার্ডটি বরাবরই বামফ্রন্টের দখলে ছিল। ঐ ওয়ার্ড থেকেই এক সময় এখানকার আর.স.পি. নেতা প্রয়াত বরুণ রায় জিততেন। ভোটের ফলাফল বার হবার পরদিন গভীর রাতে অচিন্ত্য সরকারের বাড়ীতে বোমা পড়ে। বাম বিরোধী ভোট করায় ভাগীরথী ব্রীজের নিচের কয়েকটি দোকান ভাঙচুর ও দখল হয়।

আমাদের কৌতুকবোধ (২ পাতার পর)

অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত নির্মল হাসির ফোয়ারা যেন শুকিয়ে গেছে আজ।

চারদিকে এত দারিদ্র, শোষণ আর বঞ্চনা, এত হিংসা হানাহানি আর রক্তপাত – এই দুর্দিনে বুকের মধ্যে একফোঁটা রসসিক্ত মন আর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি না থাকলে, কী নিয়ে বাঁচবো আমরা ?

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

শ্রীমতী দেবযানী
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

ফরাক্কা এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি (১ম পাতার পর)

ঘোষ সম্প্রদায়। সংঘর্ষে একজন মুসলিম যুবকের হাতে হাঁসুয়ার আঘাত লাগে। ঘোষেদের বিরুদ্ধে ওরা ফরাক্কা থানায় অভিযোগও আনে। এবং এর পাল্টা হিসাবে ১ জুন রাতভোর হিন্দু গ্রামগুলোতে এরা আক্রমণ চালায়। বহু বাড়ী ভাঙচুর হয়। ৭ জুন আমাদের প্রতিনিধি উপদ্রুত এলাকা ঘুরে জানান – এখনও ঐ সব এলাকায় পুলিশী টহল বা মোবাইল ভ্যান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৪৪ ধারা জারি আছে। চৌকী গ্রামের বহু ঘোষ পরিবার, বেনিয়াগ্রাম হালদারপাড়া, পালপাড়ার বহু পরিবার ফরাক্কা নিউ কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছেন। ওদের বাধায় ফরাক্কা ব্যারেজ পোষ্ট অফিস বা নবারুণ পোষ্ট অফিসের ডাকও ৩ জুন রঘুনাথগঞ্জ হেড অফিসে আসেনি। নয়নসুখ হাইস্কুলের কয়েকজন শিক্ষক নিরাপত্তার প্রয়োজনে পরিবার নিয়ে এলাকা ছাড়েন। এনটিপিসি চত্বরের দোকানগুলো এখনও সন্ধ্যের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নজরুল পল্লীর কয়েকঘর মুসলিম পরিবারও এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। পুলিশ প্রথম থেকে সজাগ হলে এতটা বাড়াবাড়ি বা ক্ষতি হত না বলে এলাকার মানুষ অভিযোগ করেন। এই হামলার পেছনে সাম্প্রদায়িক উস্কানী বিশেষভাবে কাজ করেছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, প্রায় দেড় মাস আগে নয়নসুখ হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর দুই ছাত্রের মধ্যে স্কুলে হাতাহাতি হয়। এই ঘটনার পর পাশের গ্রাম নিশ্চিন্তপুর থেকে আকাশ সেখের বাবা স্কুল চলাকালীন ক্লাস রুমে ঢুকে তার ছেলের বন্ধুটিকে বেধড়ক মার দেয়। ঘোষের ছেলে মার খেয়েছে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঘোষ সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এলাকায় সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ মাথা চাড়া দেয়। কর্তৃপক্ষ হুজ্জৎ এড়াতে স্কুল বন্ধ করে দেয়। শেষে স্থানীয় বিধায়ক ও এলাকার নেতা মাতব্বরদের নিয়ে স্কুলে সভা হয়। আট দিন পর স্কুলও খোলে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের চাপা আগুন নেভে না। বর্তমানে পুলিশের ভয়ে এই গণ্ডগোলের উস্কানিদাতারা গা ঢাকা দিয়েছে। হিন্দু এলাকার মানুষ মুসলিম এলাকায় যাচ্ছে না। মুসলিমরাও চলাচলে নিয়ন্ত্রণ রেখেছে।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

সিপিএম – কংগ্রেসের বোমায় এলাকা উত্তপ্ত (১ম পাতার)

বোমায় তার মা ও স্ত্রী জখম হয়। শান্তি বজায় রাখতে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। স্থানীয় পুলিশ ও র‍্যাফ শান্তি রক্ষার নামে এলাকার মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে ও সাধারণ মানুষকে অযথা ধরে কোর্টে চালান দিচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিশের একপেশে পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেস জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরীর রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে গণ অবস্থানে উপস্থিত থাকার কথা প্রচার হলেও তিনি আসেনি। তবে অনেকেই বহরমপুর থেকে সেদিন গণঅবস্থানে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রণববাবুর জঙ্গিপুর ভবন উঠে গেল (১ম পাতার পর)

এখান থেকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। হঠাৎ 'জঙ্গিপুর ভবন' বিলুপ্ত হওয়ায় কংগ্রেস বা স্থানীয় জনগণের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আদৌ প্রণব মুখার্জী আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন কি না তাও আলোচনায় উঠে এসেছে।

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।